



176030 - যবে ব্যক্ৰ্ত সন্থান লালন-পালনবে কাঠন্থিববে কথা শুনবে বযিবে কবতে ভয পাচ্ছনে

প্রশ্ন

আমার সমস্যা হল বযিবে সংক্রান্ত। আমার বযস এখন ২৯ বছর হতে চলছে। যদণ্ডি আমি চাকুরীজীবী; কন্থিতু এখনও বযিবে কবনি। আমার বযিবে কবরার সামর্থ্য আছে। কন্থিতু ইয়া শাইখ! যখন আমি বযিববে নানান জটলিতার কথা শুনি এবং সন্থান প্রতপালন কবরার ব্যাপারে শুনি যবে, খুব কঠনি ব্যাপার। যখন পতিমাতার প্রত সন্থানদবে অবাধ্যতা ও সন্থানদবে নযিবে নানারকম সমস্যার ঘটনাগুলো শুনি বা পড়ি তখনই আমি বযিবে কবা থেকে পছযিবে আসি। উল্লখেয, ইনশাআল্লাহ, আমি আমার পতিমাতার প্রত সদাচারী সন্থান। আমি এটা জানতে পবেছেই আমার জন্য আমার পতিমাতার দযোয়া কবা থেকে। আমার পতি আমাকে বলছেন যবে, আমি তোমার প্রত সন্থানট। আলহামদু ললিলাহ; আল্লাহ যবে আমাকে তোমার মত সন্থান দযিছেন। আমার পতিমাতা চান যবে, আমি বযিবে কবি। কন্থিতু যখনই আমি বযিবে কবতে অগ্রসর হই তখনই আমি প্রচণ্ড ভয অনুভব কবি। আমার মনে হয় বযিবে কবা ছাড়ই আমি ভাল আছি। কন্থিতু, আমি আমার পতিমাতার ব্যাপারটি ভাবছি যবে, তারা আমাকে নযিবে খুশি হতে চায়। এই দুনিয়াতে প্রথমতঃ আমি চাই যবে, কভিবে যথা সমযবে নামায আদায় কবব। দ্বিতীয়তঃ চাই যবে, কভিবে আমি পতিমাতার প্রত তীব্র সদাচারী হব।

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শযতান যবে ফাঁদগুলোতে কছি মানুষবে নমিজ্জতি কববে তার মধ্যবে একটি হল বাতলিবে লপিত হওয়ার ভযবে হক্ককে বর্জন কবা। খারাপটাকে প্রতহিত কবতে গযিবে ভালোটাব ব্যাপারে ক্ছতা সাধন কবা। অকল্যাণবে নমিজ্জতি হওয়ার ভযবে কল্যাণ থেকে দূবে থাকা। এটি শযতানবে একটি ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। এর মাধ্যমে শযতান চায় যবে, মানুষকে আল্লাহর পথে আগযোনদবে সযোপানে উনীত হওয়া থেকে নরিস্ত কবা; অনকেই ধবংস হযবে গছেবে এই ওজুহাত তযোলাব মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা আমাদবেকে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (নরিশ্বর) কবরার, কব্রমে অগ্রসর হওয়ার ও পরশ্রম কবরার নরিশ্ববে দযিছেন। তিনি আমাদবে আমল কবুল কবনে এবং আমাদবে কসুর মার্জনা কবনে।

আপনার জন্য নসহিত হচ্ছবে—আপনি সন্থান প্রতপালনে ব্যর্থ যাবা তাদবে নমুনাব দকিবে তাকাবনে না। যাতবে কববে, এ চত্রিগুলো আপনাব উপর আধপিত্য বসিতার কবতে না পারবে; শেষবে আপনি এর থেকে নজিকেবে ছুটাবে পারবনে না। কন্থিতু, আপনি নশ্চিন্ত মনে আশাবাদী হযবে জীবনবে দকিবে অগ্রসর হযনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাবাদতিকে পছন্দ কবতনে। দুনিয়াবী কযনে কল্যাণ অর্জনবে সংবাদ শুনলে তিনি খুশি হতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবে আদর্শই হচ্ছবে পূর্ণাঙ্গ ও সব্বযোত্তম আদর্শ। তিনি নারীদবেকে বযিবে কবছেন, সন্থান জন্ম দযিছেন, দাম্পত্য জীবনবে



সমস্যা মোকাবেলা করছেন, সন্তান লালন-পালন করছেন। সুতরাং বয়সে করা থেকে বরিত না থেকে এগুলো করা মানুষের জন্য কল্যাণকর ও অধিক সওয়াবময়। অতএব, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শেরে বিপরীত করবেন না।

আপনি সন্তানদেরকে নেকেকার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করবেন। সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতিগুলো জানেনে নবিনে। এ বিষয়ে ব্যাপক পড়বেন যাতে করে বিষয়টির উপর আপনার যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। যদি আপনি একটিনেকেকার পরিবার ও নবুয়তী আদর্শে আদর্শবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনি মহা সফলতা অর্জন করলেন এবং সদকায় জারিয়া রাখেনে। মৃত্যুর পরেও আপনি সটোর নয়ামত পতে থাকবেন। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক নারী তার দুই ময়ে নিয়ে আমার কাছে এসে ভিক্ষা চাইল। মহলিটি আমার কাছ থেকে একটা খজুর ছাড়া আর কিছু পলে না। আমি তাকে খজুরটি দলি। সে খজুরটি তার দুই ময়েরে মাঝে ভাগ করে দলি, নিজেকে কিছু খলে না। এরপর উঠে চলে গলে। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন: "কটে যদি এ ময়েদেরকে নিয়ে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে এ ময়েরো কয়ামতেরে দলি তার জন্য জাহান্নামেরে আগুন থেকে আড়াল হবে"। [সহি বুখারী (১৪১৮) ও সহি মুসলিম (২৬২৯)]

উকবা বনি আমেরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তিরে তিনিজন ময়ে আছে, সে ময়েদেরে ব্যাপারে ধর্মীয় ধারণ করে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরে ভরণ-পোষণ করে— এ ময়েরো কয়ামতেরে দলি তার জন্য জাহান্নামেরে আগুন থেকে আড়াল হবে"। [সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৬৯), আলবানী 'সহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইরাক্বী (রহঃ) বলেন: الإحسان إلهين (তাদেরে প্রতি ইহসান করা) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে—তাদেরকে সুরক্ষা করা, তাদেরে ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য যা প্রয়োজন সটো প্রদান করা। তাদেরে স্বার্থটা দেখো। তাদেরে জন্য যা কিছু শখো আবশ্যকীয় তাদেরকে সটো শিক্ষা দেওয়া। যা কিছু বাঞ্ছিত নয় সটোর কারণে তাদেরকে ধমক দেওয়া ও শাস্তি দেওয়া। এ সবকিছু ইহসানেরে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি প্রয়োজন হলে যদি ধমক দেওয়া হয় বা মারা হয় সটোও। ব্যক্তিরে উচিত এক্ষেত্রে নিজেরে নিয়তকে আল্লাহর জন্য একনষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা। কেননা আমলসমূহ ধর্তব্য হয় নিয়তেরে ভিত্তিতে। তাদেরে প্রতি ইহসানেরে পরিপূর্ণতা হল— তাদেরে ব্যাপারে বিরক্তি, উদ্বেগিতা, অবজ্ঞা ও সংকোচন প্রকাশ না করা। কারণ এগুলোর প্রকাশ ইহসানকে মলনি করে দবি।

হাদিসেরে কথা: كن له سترًا من النار (তারা তার জন্য জাহান্নামেরে আগুন থেকে আড়াল হবে): অর্থাৎ আল্লাহ তাকে জাহান্নামেরে আগুন থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে তারা কারণ হবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করবে। নিঃসন্দহে যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যহেতু জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া আর কোন আবাসস্থল নেই। সহি মুসলিমেরে যে বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি তাতে এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা



ঐ নারীর উক্ত কর্মের কারণে তার জন্য জান্নাত অবধারতি করে দিয়েছেন। হাদিসে ময়েদেরে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাহেতে ময়েরো দুর্বল, তাদরে পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা কম, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাদরে সুরক্ষা প্রয়োজন এবং তাদরে পছনে খরচাদি বেশী লাগে। তাছাড়া অনেকে মানুষ তাদরেককে বোঝা মনে করে ও অবজ্ঞা করে; যটো ছলেদেরে বলোয় করে না। কারণ উল্লেখিত দিকগুলোতে ছলেরো ময়েদেরে বিপরীত।

তবে, হাদিস থেকে এমনটি বুঝারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ কথাটি শুধু বিশেষ ঐ ঘটনার ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সটো ছাড়া এ বাণীর আর কোন মাফহুম (নির্দেশনা) নহে। ছলেদেরে ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। [তারহুত তাসরবি (৭/৬৭)]

আরও জানতে দেখুন: 82968 নং ও 146150 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।